অলিম্পিক আন্দোলনের পাশে এসে দাঁড়ালো কমপিউটার

আজম মাহমুদ

নিয়মিত অলিম্পিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানটা একটা সহজ সাধ্য কাজ নয়। বিশ্বজুড়ে অলিম্পিক আন্দোলনের ক্রমবর্ধমান পরিধিকে সচল সজীব রাখার জন্য প্রয়োজন সর্বব্যাপী ব্যাবস্থাপনা ও যোগাযোগ। এই দুরুহ লক্ষ্য অর্জনের জন্য আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি নিজেকে শক্তিশালী কমপিউটারে সজ্জিত করার আবশ্যম্ভাবী পথটি বেঁছে নিয়েছে সম্প্রতি।

অলিম্পিককে এর আদর্শের পথে রাখতে চায় এর নেতারা। তারা চায় খেলাধুলার সুষম উন্নয়ন এবং প্রতিযোগিতার বিকাশ। আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি বা সংক্ষেপে আইওসি-র বর্তমান সদস্য দেশের সংখ্যা ১৭২টি। এরা অলিম্পিকে অংশ নেয় এবং তাদের দেশেই অলিম্পিক অনুষ্ঠিত করে। এসব কাজের আয়তন এবং জটিলতা এখন এমন এক পর্যায়ে পৌচেছে যে কমপিউটারের সাহায্য নিতে বাধ্য হয়েছে আইওসি।

কমপিউটারায়নের এই বিশাল প্রকল্পে একদিকে ছিল হার্ডওয়্যার সমুহের সংস্থাপন, আইওসির প্রধান কার্যালয় ভবনসমুহের মধ্যে ক্যাবল সংযোগসাধন এবং অপরদিকে ছিল অসংখ্য সফটওয়্যারের সফল সংযোজন। এই প্রকল্পের জন্য আইওসি একটি পৃথক কমপিউটার শাখা গঠন করে তার প্রধান করে অ্যালেক্সাণ্ডার ফেল্লারাথকে। আইওসি যে কমপিউটার এই প্রথম ব্যবহার করছে তা নয়। অফিসের নথিপত্র ব্যবস্থাপনার জন্য তারা বেশ আগে থেকেই কমপিউটার ব্যবহার করছিল কমবেশী। এসব পুরাতন মেশিন সমুহ পাল্টানোর প্রয়োজন হয়ে পরে ভীষণ ভাবে। একটা নতুন করে যাত্রার প্রয়োজন অনুভব করে আইওসির নির্বাহীরা।

একটা মধ্যবর্তী স্তরের কমপিউটার সিষ্টেমকে বেঁছে নেয় শেষ পর্যন্ত আইওসি। এটি ছিল আইবিএম-এর AS/400 মডেল B60। উচ্চতর যোগাযোগ ক্ষমতার জন্যই এটিকে নির্বাচিত করা হয়। সুইজারল্যাণ্ডের লাউস্যানেতে অবস্থিত আইওসি-র প্রধান কার্যালয় সেটু-ডি-ভিডি এবং তার পার্শ্ববর্তী প্রধান প্রশাসনিক কেন্দ্রের মধ্যে এবং বহির্বিশ্বের সাথে সুষ্ঠু ও দ্রুত যোগাযোগই ছিল আইওসি-র প্রাথমিক প্রয়োজন। উপোরক্ত ভবন দু'টির মধ্যে ফাইবার অপটিক ক্যাবলের মাধ্যমে সংযোগ স্থাপন করা হয়। এছাড়া ভিলা অলিম্পিক, অলিম্পিক যাদুঘর ও অলিম্পিক সলিডারিটি কর্মসূচীর মধ্যেও সংযোগ স্থাপিত হয়। এই তিনটি শাখা ভবনের সাথে AS400-এর সংযোগ সাধন করা হয় x25 লাইনসমূহ দিয়ে। আইওসি সদরে সর্বমোট যে ৮০টি আইবিএম PS/2 55SX মডেলের পিসি রয়েছে তার সব গুলিকে AS/400-র সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। ভবন সমূহের মধ্যে ক্যাবল সংযোগের ব্যাপারে আইবিএম ক্যারেলিং সিষ্টেম ব্যবহৃত হয়েছে।

আইবিএম-এর সর্বক্ষনিক সেবায় আইওসি আসন্ন বার্সিলোনা অলিম্পিকের সাংগঠনিক কমিটি, ১৯৯৪ লিলেহ্যামের শীতকালীন এবং ১৯৯৬ আটলান্টা গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিকের সাংগঠনিক কমিটির সাথে স্থায়ী কমপিউটার সংযোগ স্থাপন করেছে।

কমপিউটারের ব্যবহারিক দিক সমূহের মধ্যে আইওসি যেগুলিকে অগ্রাধিকার দেয় প্রথমেই সেগুলি হচ্ছে ওয়ার্ড প্রসেসিং, বার্তাসমূহ, আকাইভ এবং সভা সমূহের আলোচ্যসূচী।

এসব প্রয়োজনের সার্থক সমাধান তাদেরকে দেয় আইবিএম-এর ডিসপ্লে রাইট 4PC এবং AS/400-র সমন্বিত অফিস অটোমেশন ফাংশনস। স্বয়ংক্রীয় টেলেক্স ও ফ্যাক্স ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সংস্থাপিত হয় এর সাথেই। এসব সুবিধা ভোগ করে আইওসির কর্মচারীরা এখন সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে পরেছে আধুনিক কমপিউটার প্রযুক্তির ওপর। তারা যেন বাস করছে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক যুগে এখন।

আইওসি এখানেই ক্ষান্ত হয়নি। আকাইভে তাদের রক্ষিত প্রায় দুই লক্ষ্যাধিক সূচী বিশিষ্ট মূল নথি সমূহ নিমিষে বের করার জন্য তাদের প্রয়োজন দেখা দিল একটা শক্তিশালী নথিপত্র ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির। এজন্য প্রয়োজনীয় এ্যাপলিকেশনটি সরবরাহ করে টিআইএস কোম্পানী। এসব নথিপত্রকে আইবিএম-এর ইমেজ

অলিম্পিক হাউসের নীচতলায় স্থাপিত কমপিউটার কক্ষ

প্লাস সফটওয়্যার দিয়ে ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে সংরক্ষণের সম্ভাব্যতা পর্যালোচনা করছে এখন আইওসি।

পৃথিবীর চার কোন আইওসি প্রধান কার্যালয় থেকে প্রতিদিন যে অসংখ্য চিঠিপত্র যায় সে জন্য তাদের রয়েছে প্রায় ১৫ হাজার ঠিকানার একটা ফাইল। এজন্য তাদের প্রয়োজন ছিল একটা ঠিকানা ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির। এই সফটওয়্যারটি সরবরাহ করেছে জেনেভার ট্রাইগেষ্টা ইনফরমেটিক। এই প্রতিষ্ঠানটিই সরবরাহ করেছে হিসাব নিকাশ, বিল তৈরী, বেতন এবং স্টক ব্যবস্থাপনার প্রশাসনিক এ্যাপলিকেশনস প্রোগ্রামসমূহ।

আইওসি-র বিশ্বব্যাপী অসংখ্য সভার জন্য হোটেলের কক্ষ রিজার্ভ করা এবং অংশগ্রহণকারীদের বিস্তারিত বিবরণ সংরক্ষণ করার জন্য প্রয়োজনীয় সফটওয়্যারটি নেওয়া হয়েছে পিজিপি ম্যানেজমেন্টের কাছ থেকে। এসব নবতর কৌশলাদি রপ্ত করার জন্য প্রতিটি কর্মচারীকে বছরে তিনদিন করে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। আইওসি সভাপতির জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটি হচ্ছে বিশ্বের ক্রীড়াঙ্গনে এবং রাজনীতিতে কি ঘটছে তার প্রতিটি ঘটনা প্রবাহের ওপর সার্বক্ষণিক দৃষ্টি রাখা। এজন্য বিশ্বের সাতটি মুখ্য আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থার সাথে সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে আইওসি-র। প্রতিদিন ২৪ ঘন্টার মধ্যে প্রায় তিন হাজার টেলেক্স পাঠানো হচ্ছে এসব সংবাদ সংস্থায়। সংবাদ ব্যবস্থাপনা এ্যাপলিকেশনের মাধ্যমে এসব সংবাদ বিজ্ঞপ্তিসমূহ সরাসরি AS/400-র স্মৃতিতে আবাস নিচ্ছে। এসব বিজ্ঞপ্তি ক্রমানুসারে সাজানো হবে গবেষণার জন্য।

এসব সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মধ্য থেকে বাছাই করে গুরুত্বপূর্ণ টেলেক্স সমূহকে পরবর্তীতে সংবাদ পর্যালোচনার জন্য একটি মাইক্রো কমপিউটার প্রিন্টিং সিস্টেমের মাধ্যমে ৫০টি করে কপি ছাপানো হবে প্রতিদিন।

১৯৯১ সালের জানুয়ারীতে অলিম্পিক ডাটাবেজ প্রকল্পটির অনুমোদন দেয় আইওসি। এতে থাকবে প্রতিটি অলিম্পিক ক্রীড়ায় অংশগ্রহনকারীর নাম, তাদের অর্জিত ফলাফল, বিভিন্ন ক্রীড়া বিষয়ের অলিম্পিক রেকর্ডসমূহ, অলিম্পিক আন্দোলনের ধারাবাহিক ইতিহাস, স্বীকৃতি ক্রীড়া ও এসব ক্রীড়ার বিষয় সমূহ, প্রতিযোগিতার স্থান, মাদক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং স্পন্সরদের বিস্তারিত তথ্য। এসব গুছিয়ে রাখার ফলে আইওসি সংবাদপত্রসমূহ ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশন সমূহের রকমারি জিজ্ঞাসার উত্তরে আরো ভালোভাবে দিতে পারবে।

আগামী বছরগুলিতে আইওসির রয়েছে অনেক কয়েকটি কমপিউটার প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনা। এগুলি হচ্ছে প্রতিটি অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথে তথ্য সমূহ সরাসরি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ডাটাবেজ চলে যাওয়া এবং কমপিউটার সহায়ক অনুবাদ। আইওসি বেশ গর্বের সাথেই ঘোষণা করছে যে কমপিউটার সংশ্লিষ্ট যে কোন ব্যাপারেই তাদের দৃষ্টি থাকবে সব সময় উপরের দিকে।